৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 AUG 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হল এখন বহিরাগত অছাত্রদের আখড়া

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো বহিরাগতদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হলগুলোতে বহিরাগত অছাত্র, ক্যাডারের ভিড় বেড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রদের মুখ তুলে কথা বলার ক্ষমতা নেই, কারও। হল প্রশাসন বলতে কিছুই নেই। হল প্রশাসনে যাঁরা নামে মাত্র পদ দখল করে আছেন তাঁদের অনেকেই এই অবস্থার দায়ভার দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের ওপর। কয়েকটি হলে জমে নেশার আড্ডা। হাজার হাজার টাকা বাকির নামে ফাও খাওয়া, রুম ভাড়া দেয়া, ৮/১০টি সিট এক ব্যক্তির দখলে রাখা, কথায় কথায় সাধারণ ছাত্রদের অত্যাচার– সবই চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হলে এই অবস্থা অসহনীয় আকার ধারণ করছে। হল দুটো থেকে সাধারণ ছাত্ররা একযোগে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। তারা হল দু'টি বহিরাগত মুক্ত করা এবং ফাও খাওয়া বন্ধের দাবিতে কঠিন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।

বঙ্গবন্ধু হল

সারা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নামে একটি মাত্র হল। হলটিতে ছাত্রলীগের নামধারী কিছু বহিরাগত যুবক, অস্ত্রধারী মস্তানরা অবস্থান করছে। এদের রয়েছে গডফাদার, তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ব্যক্তির ছায়াও তাদের পিছনে রয়েছে বলে জানা গেছে। এই হলে গোপালগঞ্জ গ্রুপের ৪০ জন বহিরাগত অবস্থান করছে। হলে গত ২০ জুলাই জন্মদিনের নামে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিয়ে। হলের দু'টি রুম ভাড়া দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৪ আসনবিশিষ্ট নয়টি রুমের মোট ৩৬টি আসন দখল করে রেখেছে মাত্র ৮ বহির্রাগত।

এরা ক্যান্টিনে 'ফাও' খেয়ে ৪৬ হাজার টাকা বাকি ফেলেছে। হল অফিসের টেলিফোন ব্যবহার করছে জনৈক ক্যাডার। ক্যাডাররা হল প্রভোস্টের সঙ্গে অশালীনমূলক আচরণ করেছে। বাড়ির চাকরের মতো আচরণ করেছে এক সাধারণ ছাত্রের সঙ্গে। শুকুর আলী শুভ নামে এক ব্যক্তি প্রশাসন বিভাগের ছাত্র মাহবুবের মাথায় লেপ-কাঁথা টানিয়েছে।

ঘটনায় সাধারণ ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়েছে। হল প্রভোস্ট ড. আবদুল আজিজ এসব ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, 'জানি, সবই জানি, কি করব! বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ক্যাডারদের উৎপাতের কারণে হল প্রভোস্ট পদত্যাগ করতে পারেন। এদিকে সাধারণ ছাত্ররাও ক্ষুব্ধ, যে কোন সময় ক্যাডার-সাধারণ ছাত্র সংঘর্ষ হতে পারে। ছাত্রলীগের যারা এই হলের বৈধ ছাত্র কিংবা হল নেতা (সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক) তারাও ক্যাডারদের উৎপাতে হল ছেড়েছে।

এফ. রহমান হল

এই হলের অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। এখানে হল নেতারাই ক্যাডারদের ভূমিকা পালন করছে। ওপরে নেতাদের দেখতে খুবই পরিপাটি। কিন্তু হলের ভিতর এমন কোন অপকীর্তি নেই যা তারা করছে না। ফাও খাওয়া, ইচ্ছামতো সিট বণ্টন, নীলক্ষেত এলাকায় চাঁদাবাজি, শিক্ষক-কর্মচারী অপমান– সবই তারা করছে অবাধে।

ছাত্রলীগের বক্তব্য

এ প্রসঙ্গে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীমকে জিজ্ঞাস করলে তিনি বলেন, 'আমি দেখছি বিষয়গুলো।' তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'আর আমি একাইবা কি করব, এসব কাজ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সদস্যের কমিটির মধ্যে আবার গ্রুপিং। যে কারণে এরা কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত না হওয়ায় যারা কোন পদমর্যাদা পায়নি তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছাত্রলীগ সিনিয়র কর্মীকল্যাণ পরিষদ' নামে একটি সংগঠন করেছে। এরাও ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নামে অবস্থান নেয়া বহিরাগতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা করে আন্দোলনে নামতে পারে।